যুগান্তর

তারিখ 8 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

রাবির অর্ধশতাধিক ছাত্রীকে শোকজ

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক ছাত্রীর নামে 'কেন আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে না' মর্মে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শৃংখলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে সাতদিনের মধ্যে এর জবাব দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।

হলের আবাসন ফি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ফি, বিভিন্ন সার্টিফিকেট উত্তোলন ফিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফি-দু'শ থেকে ১২শ' শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি আবাসিক ছাত্রী হলের শিক্ষার্থীরা ৩০ মার্চ রাতে একযোগে স্ব-স্ব হলে মিছিল-সমাবেশ ও বিক্ষোভ করায় এসব ছাত্রীর বিরুদ্ধে শনিবার এ নোটিশ প্রদান করে প্রশাসন।

এ নোটিশ জারির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ আরও বাড়ল। তারা ভবিষ্যতে আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছে।

ছাত্রলীগ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্র ইউনিয়ন, জাসদ ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনও একই ধরনের আন্দোলনের হুশিয়ারি দিয়েছে।

শোকজ নোটিশে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে হল অভ্যন্তরে বিক্ষোভ, মিছিল-সমাবেশ ও পোস্টার লাগানোর মাধ্যমে হল আইনের ১৬ ধারা লংঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং এর ফলে কেন সংশ্লিষ্ট ছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না তা সাতদিনের মধ্যে জানতে চেয়েছে প্রশাসন।

এসব ছাত্রীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি, জরুরি অবস্থায় শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ জানাতে পারবে না— এ বিষয়টি মাথায় রেখে এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে প্রাইভেটাইজেশনের লক্ষ্যে এসব ফি বাড়ানো হয়েছে। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ফি প্রায় চারশ' শতাংশ, সার্টিফিকেট ও নম্বরপত্র উত্তোলন ফি প্রায় দু'শ' থেকে এক হাজার শতাংশ, আবাসন ফি প্রায় একশ' শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উৎসাহে সেমিনার, বিভাগ উন্নয়ন, কম্পিউটার, সমিতির নামে রসিদ ছাড়াই অনৈতিকভাবে আদায় করা হচ্ছে পাঁচশ' থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত। এসব কারণে একজন শিক্ষার্থীকে আগে বিজ্ঞান বা কৃষি অনুষদের কোন শিক্ষার্থীকে যেখানে ব্যয় করতে হতো এক হাজার থেকে ১২শ' টাকা, সেখানে তা দাঁড়াবে সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকায়। অন্যান্য অনুষদে যেসব ক্ষেত্রে লাগত ছয়/সাতশ' টাকা সেখানে লাগবে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। এসব কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষা বহুমুখী সংকটে পড়বে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলতাফ হোসেন বলেন, দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারি অনুদানের পরিমাণ তুলনামূলক কম।